AUG 14 2002

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দিন

বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন শামসুন্নাহার হলের ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশন প্রধান বিচারপতি তাফাজ্জল হোসেন। ইতিপূর্বে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবার স্বার্থে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকবৃন্দও একই দাবি জানাইয়াছেন। এই ব্যাপারে ডিন্‌ এবং শিক্ষকদেরও মতদ্বৈধতা নাই। তাহারাও পৃথক সভা করিয়া অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়ার পক্ষেই মতপ্রকাশ করিয়াছেন। দীর্ঘ দুই মাস বন্ধ থাকিবার পর বাংলাদেশ-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসও শুরু হইয়াছে রবিবার। ছাত্রছাত্রীদের পদচারণায় আবার মুখর হইয়া উঠিয়াছে বুয়েটের সবুজ অঙ্গন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনও পর্যন্ত বন্ধ থাকিবার নেপথ্যে মূলত রাজনৈতিক বিবেচনা ও কার্যকারণই প্রবল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য আফম ইউসুফ হায়দার সাম্প্রতিক ঘোষণায় বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার ব্যাপারে সাতদিনের এক সময়সীমা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তাহার সেই ঘোষণায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবক- সকলেই স্বস্তি লাভ করেন। কিন্তু কোথায় কি? সময়সীমা পার হইয়াও দিনের পর দিন যাইতেছে। ছাত্রছাত্রীরা সভা এবং মানববন্ধন করিয়া চলিয়াছে। তবু বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার কোন লক্ষণ নাই। এমনকি অনেকের আশংকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো এই মাসেও বন্ধ থাকিবে। বিচার বিভাগীয় কমিশনের রিপোর্টের পর সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া দেখিয়াই নাকি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা অল্প নয়। অধ্যয়ন এবং জ্ঞান অর্জনই যেইখানে মূল লক্ষ্য, সেই পবিত্র অঙ্গনে পরিবেশ বহুদিন হইতেই কালিমালিপ্ত। ইহার মূলে রহিয়াছে তথাকথিত শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি। সুষ্ঠু পাঠদান ও অধ্যয়নের পরিবর্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতের প্রভাব প্রাধান্য বিস্তারের প্ল্যাটফর্ম হইয়া উঠিয়াছে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলিয়া একদা প্রশংসিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দলাদলি, হানাহানি আর রক্তপাতের বহু ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে সাময়িক প্রশান্তি আসিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। নানা কারণে দফায় দফায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং সেশনজটের ট্রাডিশন সমানে চলিয়াছে। শামসুন্নাহার হলের দুঃখজনক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে জুলাইয়ের শেষদিকে আবারও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হইলে বিরাজমান সেশনজটের পরিসর বৃদ্ধির আশঙ্কাই প্রবলতর হইবে। যে কোন দৃষ্টিকোণ হইতেই বিবেচনা করা হউক না কেন, এই অবস্থা কিছুতেই চলিতে দেওয়া উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখিয়া শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎকে তমসাচ্ছন্ন করিলে লাভবান হইবে না কোন মহলই। যাহাদের অবিমৃশ্যকারিতায় পরিস্থিতি এইরূপ জটিল হইতেছে, একদিন জাতির সম্মুখে তাহাদের জবাবদিহি করিতে হইবে। যেইরূপ বিলম্বিত লয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দিবার প্রক্রিয়া চলিতেছে, তাহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। উপাচার্য এই ইস্যুতে প্রভোস্ট-কমিটির সহিত আলোচনায় বসিবেন ভাল কথা। কিন্তু ছাত্র সংগঠনগুলির সহিত আগস্টের ২১ তারিখ পর্যন্ত আলোচনার যে সীমারেখাটি তিনি বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহার কি খুব আবশ্যকতা ছিল? বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকিবার কারণে হাজার হাজার শিক্ষার্থী দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাইতেছে। যাহারা খণ্ডকালীন টিউশনি করে, তাহারা বাড়ি যাইতে পারিতেছে না। যাহাদের থাকিবার কোন ব্যবস্থা নাই, তাহারা টিউশনি ছাড়িয়া বাড়ি চলিয়া গিয়েছে। সবচাইতে বড় কথা হইল কোন দেশের প্রধান ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অনির্দিষ্টকাল ধরিয়া বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্তের মধ্যে কৃতিত্বের কিছু নাই। বিষয়টি গণতান্ত্রিক সরকারের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকর। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ করিয়া সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলের প্রতি আমাদের অনুরোধ- কালক্ষেপণ না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া দেওয়া হউক। শামসুন্নাহার হলের দুঃখজনক ঘটনা এবং পরবর্তী সময়ে ইহার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল উহার প্রকৃতি ছিল কিন্তু শান্তিপূর্ণ। প্রতিবাদী শিক্ষার্থীরা কোন ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কিংবা ভাংচুর করে নাই। বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়া হইলে তাহারা সহিংস আন্দোলনের পথে পা বাড়াইবে এই চিন্তা নিতান্তই অমূলক। কর্তৃপক্ষকে ছাত্রছাত্রীদের এই সদর্থক মনোভাব বিবেচনায় লইতে হইবে। ছাত্রছাত্রীদেরকেও আমরা স্মরণে রাখিতে বলিব, তাহাদের প্রধান কর্তব্য আন্দোলন নয়- অধ্যয়ন!